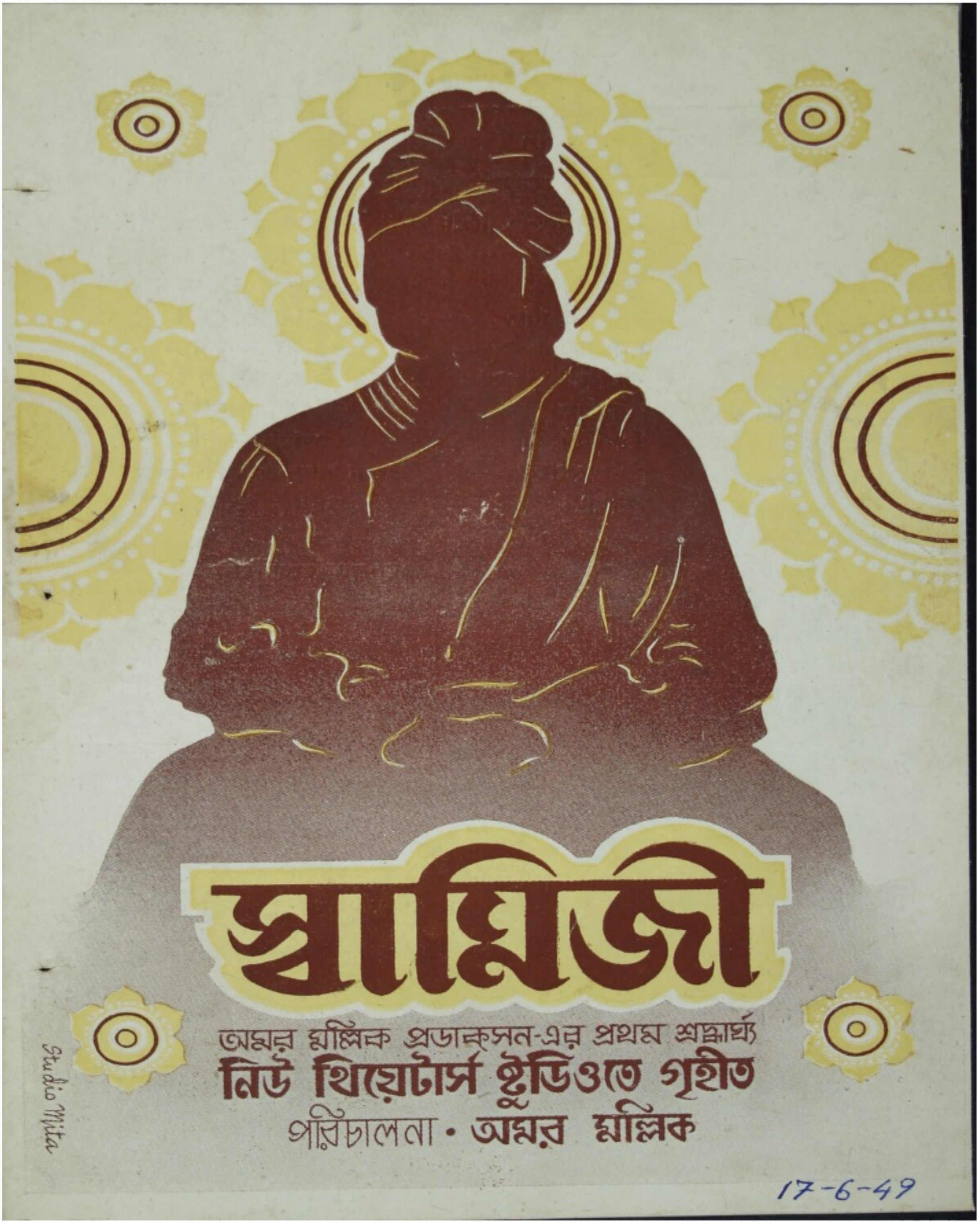

স্বামিজী

অমর মল্লিক প্রডাক্সন-এর প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিচালনা • **অমর মল্লিক**

Studio Mita

17-6-49

স্বামিজী

কর্ম্মীবৃন্দ

চিত্র-নাট্য ও কাহিনী ...	**নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়**
সুর-শিল্পী	**রাইচাঁদ বড়াল**
চিত্রশিল্পী	রবি ধর
শিল্প-পরিচালক ...	**সৌরেন সেন**
শব্দযন্ত্রী	রণজিৎ দত্ত
সম্পাদক	চারুচন্দ্র ঘোষ
রসায়নিক	পঞ্চানন নন্দন
স্থির-চিত্রশিল্পী ...	প্রভাকর হালদার
শিল্প-সংগ্রাহক ...	বীরেন দাস, ধীরেন দাস
কর্ম-সচিব	**জগদীশ চক্রবর্ত্তী**

● চরিত্র-চিত্রণে ঃ
বিশিষ্ট ও নবাগত
শিল্পীবৃন্দ ●

প্রযোজনায়
ফণী মল্লিক
ভারতী দেবী

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় ...	সুখময় সেন, সুকুমার রায়, কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্পে ...	অমূল্য বসু, শঙ্কর চট্টোঃ
শব্দ-যন্ত্রে	অনিল নন্দন
সুর-শিল্পে	জয়দেব শীল
রসায়নায় ...	বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনায় ...	৺দুর্গা চক্রবর্ত্তী ও কমল সেন

বি-এ-এফ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ

একমাত্র পরিবেশক
ডিষ্ট্রিবিউটার্স
প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ
টেলিফোন ঃ নং ১১৩ বড় বাজার।
রূপবাণী বিল্ডিং—৭৬।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাহিনী

ল্যের নরেন্দ্রনাথ যে একদিন ভারতের ঐতিহ্য ও সাধনার বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবেন, এ কথা কে ভেবেছিল ! আর কেই-বা ভেবেছিল যে নাস্তিক নরেন্দ্রনাথ একদিন পরম মহাপুরুষের মানস-পুত্র হ'য়ে ভারতের নিপীড়িত আত্মাকে মুক্তির নব প্রেরণায় উদ্বোধিত করবেন। কিন্তু সত্যিসত্যিই এ অঘটন নয়—নরেন্দ্রনাথের দুরন্ত শৈশব জীবনের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের এই আভাস সম্পূর্ণ দীপ্যমান ছিল। যে বালক দোতালার ঘর থেকে সমস্ত আসবাবপত্র কাপড়-চোপড় পরমতৃপ্তিতে ভিখারীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়—বিষধর সর্পের সম্মুখেও যে এতটুকু বিচলিত হয় না—জাতিভেদের অবিচার যার মর্ম্মস্থলে গিয়ে আঘাত করে, সে কি সাধারণ বালক ! তাই বলি নরেন্দ্রনাথও সাধারণ ছিলেন না। জীবনের ঊষার আলোতেই তাঁর মহাপুরুষ জীবনের আলো সম্পূর্ণ প্রতিভাত ছিলেন।

আর যে নাস্তিকতা প্রথম যৌবনে তাঁকে মহাপুরুষকে পর্য্যন্ত উপহাস করতে কুণ্ঠিত হয়নি তার মূলে যে এক অজ্ঞেয় শক্তিই কাজ করেছে, সে সম্বন্ধে কি কোন সংশয় থাকতে পারে। ঠাকুরের গায়ের কোন স্থানে টাকা স্পৃষ্ট হ'লে সে স্থানটী সঙ্কুচিত হয়'—নরেন্দ্রনাথ একথা শুনে না হেসে থাকতে পারেন নি। তাঁর শিক্ষিত অন্তঃকরণ মহাপুরুষ সম্পর্কে এমনি আরো অদ্ভুত কাহিনীকে কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হয়নি।

কিন্তু যে দিন গুরুশিষ্যের প্রথম দেখা হ'লো সেদিন বিধাতা পুরুষ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে বসে খুব হেসেছিলেন। খুল্লতাতের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ গেলেন ঠাকুরকে গান শোনাতে—তাঁর

কণ্ঠের সঙ্গীতে ঠাকুর শুধু মুগ্ধই হলেন না, এই যুবকের প্রতি তিনি এমনি একটা আকর্ষণ অনুভব করলেন যে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রণ জানালেন। অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ একদিন সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে ঠাকুর বললেন, 'দেখেছি কি রে! তাঁর সঙ্গে ঘর করি।'

মাত্র কয়টী কথা! কিন্তু এর দুর্নিবার আকর্ষণে নরেন্দ্রনাথের ভিতরটা বদলাতে বেশীদিন লাগ্‌ল না। তবুও ঠাকুরকে গুরু বলে স্বীকার করাতে কোথায় যেন তাঁর বাধল। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে ঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তিকে তিনি যাচাই ক'রে নিতে লাগলেন—ঠাকুরও উল্টো পরীক্ষায় তাঁকে যাচাই করতে কসুর করলেন না। তারপর এল নরেন্দ্রনাথের জীবনে সাংসারিক বিপর্য্যয়—অভাব অনটনের বন্যা। উদ্‌ভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথ নিরুপায় হ'য়ে ঠাকুরের নিকট ছুটে এলেন এর প্রতিকারের উপায় জানতে। সহজ সরল ভাষায় ঠাকুর বললেন, আমার মার কাছে তুই তোর অভাবের কথা জানা—যা চাইবি তাই পাবি।'

নরেন্দ্রনাথ দ্বিধা করলেন না—ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে তিনি মায়ের প্রতিমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু যে প্রার্থনা জানাতে এসেছিলেন তা' তিনি ভুলে গেলেন—প্রার্থনা করলেন জ্ঞান ভক্তি আর মায়ের আশীর্ব্বাদ। এই পরিবর্ত্তনই তাঁকে সংসার থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেল—পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ থেকে তিনি মুক্তিলাভ করলেন।

তারপর যখন ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন আসন্ন হ'য়ে এল তখন একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথ সহ আরো কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষাদান করে তাঁদের সকলের ভার নরেন্দ্রনাথের উপরই ন্যস্ত করলেন। গুরুর দেওয়া দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে তিনি পরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ করলেন। ভারতের সর্ব্বত্র গুহা থেকে গুহা, অরণ্য থেকে অরণ্য, নগর থেকে নগর তিনি দীর্ঘকাল ভ্রমণ করে জন্মভূমির যথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হলেন। চারিদিকের স্তূপীকৃত কুসংস্কার, মানুষে মানুষে অতি হীন বৈষম্য—জাতীয় জীবনের সহস্র রকমারি দুর্গতি তাঁর অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী করে তুল্‌লো। ঠিক সেই সময়ে তিনি স্বপ্নে গুরুর আদেশ পেলেন। তাই পাশ্চাত্য দেশে ভারতের বাণী প্রচার করতে একদিন তিনি সুদূর আমেরিকা যাত্রা করলেন।

ভারতের এক নগণ্য সন্ন্যাসী—কি-ই বা তাঁর পরিচয়। তাই আমেরিকায় পদার্পণ করে তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হ'লো। কিন্তু সত্যিসত্যি কি তিনি নগণ্য ছিলেন! মহাপুরুষের মানস-পুত্র কি নগণ্য ব্যক্তি হ'তে পারেন।

তাই বেশীদিন এভাবে তাঁকে কষ্ট ভোগ করতে হ'লো না। চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় যে দিন তিনি বক্তৃতা দিলেন সেদিন তাঁর জীবনে আর একটী নূতন অধ্যায় সূচিত হ'লো। ভারতের নগণ্য সন্ন্যাসী বিশ্ব-বাসীর অর্ঘ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। সারা বিশ্ব ভারতকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখতে শিখলে।

'নরনারায়ণে'র সেবাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—এই সত্য নূতন প্রেরণা নিয়ে দিকে দিকে ধ্বনিত হ'তে লাগল। সন্ন্যাসী দেশবাসীদের এক নূতন কর্ম্ম প্রেরণায় মাতিয়ে তুললেন। ভারতের নিদ্রিত আত্মা এক নব জাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

.....তারপর শিষ্যার অনুসন্ধিৎসা মেটাতে যেদিন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি কে, সেদিন তাঁর ধ্যানের সমাপ্তি ঘটল নির্ব্বিকল্প সমাধিতে।

ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণীই সফল হ'লো

"ও যেদিন বুঝতে পারবে ও কে, সেই মুহূর্ত্তেই
ও সজ্ঞানে দেহত্যাগ করবে।".....

সঙ্গীত

—এক—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঙ্ক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেউ না আপন—
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন,
ভুলিছ আপন জনে॥
সত্যপথে মন কর আরোহণ
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে॥

নরেন্দ্রনাথের গান—

—দুই—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ।
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার
কৃপা ক'রে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে
যাবে কি হে দিন আমার বিফলে—

—স্বর্গত রজনীকান্ত সেন

—চার—

ও প্রভু, মেরো প্রভু—
অওগুণ চিত না ধরো
সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, চাহ্যায় তো পার করো
এক লোহা পুজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘর পর,
পরশকে মন দ্বিধা নঁহী হৈ
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥
ইক নদীয়া ইক নার কহাবত মৈলী নীর ভরো।
যব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো, সুরসুরি নাম পর:
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগেরো।
অগ্‌গিয়ান সে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

নরেন্দ্রনাথের গান—

—তিন—

যদি, কুমড়োর মত, চালে ধ'রে রত,
পান্‌তোয়া শত শত;
আর, স'রষের মত, হ'ত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মত!
* * * * *
যদি তালের মতন হ'ত ছানাবড়া,
ধানের মত চ'সি;
আর তরমুজ যদি, রসগোল্লা হ'ত,
দেখে প্রাণ হ'ত খুসি।

[গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সৌজন্যে]

মুন্নিবাঈয়ের গান—

অমর মল্লিক প্রডাকসান্-এর

দ্বিতীয়

শ্রদ্ধার্ঘ্য

কবে !

● মূল্য : দুই আনা ●

অমর মল্লিক প্রডাকসান্-এর পক্ষ হইতে প্রচার সচিব
সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন
বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।